শতবর্ষ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী

তপন বসুকে লিখিত / নমিতা বসুর সৌজন্যে



২২.১.১৮৯৭ ৬.১.১৯৮০

কলকাতা সভা'র শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৫ টাকা

শতবর্ষ স্মরণে

দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী

তপন বসুকে লিখিত / নমিতা বসুর সৌজন্যে

সম্পাদনা : নমিতা বসু

কলকাতা সভা'র শ্রদ্ধার্ঘ্য

১৫ টাকা

কলকাতা সভা'র পক্ষে
নমিতা বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
১২৩/সি, সাউথ সিঁথি রোড,
দমদম জংশন, কলকাতা-৭০০ ০৩০

দোলপূর্ণিমা ১৪০৫
[২.৩.১৯৯৯]

পরিবেশক :
দি জেনারেল বুকস্
এ-৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সোনা মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

প্রয়াতা স্নেহময়ী বড়দিদি মমতা বসু-র উদ্দেশে

মুখবন্ধ

পূজ্য দিলীপকুমার রায়ের ১০৩-তম জন্মবর্ষে এইসব পত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো। আগে 'প্রবর্তক' ও 'উদ্বোধন'-এ এর সামান্য কিছু এবং শতবর্ষ সময়কালে 'জাগরী', 'অতিথি', 'সাহিত্যমেলা', 'শিলীন্ধ্র' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতে উৎসাহ বোধ করি।

*　　　*　　　*

প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীতপন বসু 'ক্যালকাটা লিটারারি সোসাইটি'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি, 'কলকাতা সভা'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ; সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও শিল্পানুরাগী—সামান্যভাবে লেখক, কবি, দার্শনিক, বক্তা, সাংবাদিকও এবং কর্মক্ষেত্রে ভারত সরকারের একটি সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মী।

—নমিতা বসু

দোলপূর্ণিমা ১৪০৫

প্রসঙ্গ ঃ দিলীপকুমার রায়

ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ ঃ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দিলীপকুমার বাঙালীদের কাছে সংগীতজ্ঞরূপেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের কাছে দিলীপকুমারের নামটি প্রায় অজ্ঞাত বললেই চলে। কারণ, তাঁর সংগীতকৃতি কিংবা নানা বিষয়ক রচনা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়নি। সংগীতের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে দিলীপকুমারের সৃষ্ট গান কিংবা তাঁর রচিত সংগীত-বিষয়ক রচনাও স্থান পায়নি। অথচ বর্তমান শতাব্দীতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালীর সংগীত-মানসে দীর্ঘ তিরিশ বছর তিনি একটা নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিলেন। যে মানুষটিকে দিয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সংগীত-বিষয়ক পাঠ্যসূচীর জন্য 'গীতসাগর' ও 'সাঙ্গীতিকী' নামক দু-খানি গ্রন্থ রচনা করিয়েছিল, সেই মানুষটির সংগীত-জীবন ও সংগীতকৃতি সমন্বিত সংক্ষিপ্ত জীবনী আজও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত-পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। এর চেয়েও অবাক হওয়ার কথা আছে। দিলীপকুমার ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার প্রেরিত সংগীতমিশনে গিয়ে ইউরোপের বহু দেশে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, জাপানে ও মিশরে সংগীতর ওপর নানা ভাষণ দিয়েছেন এবং ভারতের সাংস্কৃতিক গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, ওই সময়ে তার অন্যতম প্রিয় বন্ধু পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং নেহেরুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা তাঁরা আজও বেঁচে আছেন, কেউই তাঁর নাম পর্যন্ত জানেন না। ফলে, জহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর তাঁর দলের লোক-জনেরা বহুবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী দিলীপকুমারের মতন অতিখ্যাত মানুষের প্রতি ন্যূনতম সম্মান জানানোর তাগিদ তাঁরা অনুভব করেন নি। এমন কি নেহেরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, যাঁকে দিলীপকুমার আমৃত্যু কন্যাধিক স্নেহ করে এসেছেন, সেই ইন্দিরা গান্ধী ভারতের অধিশ্বরী হওয়ার পরও দিলীপকুমারের প্রতি সামান্যতম কর্তব্য প্রদর্শন করেন নি। দিলীপকুমারের অপর ঘনিষ্ঠ আবাল্য বন্ধু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের কেউই দিলীপকুমারের অবদানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হননি। একই অনুযোগ আনা যায় পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, যে আশ্রমে তিনি প্রায় ২২ বছর (১৯২৮ খৃ—১৯৫০ খৃ) অতিবাহিত করেছিলেন। এইরকম অসংখ্য অনুযোগ—অভিযোগ উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে

গেলে আমাদের মনে যে-প্রশ্নটি খুব বড় করে দেখা দিচ্ছে সেটা হলো, অনেক মাঝারি মাপের সুরকার, গীতিকার এবং গায়কও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে আজও আমাদের সংগীত জগতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বেঁচে আছেন। অথচ দিলীপ কুমারের মতন প্রতিভাধর সংগীতজ্ঞানী খুব দ্রুত বাঙালীর সংগীতমানস থেকে বিলীন হয়ে গেলেন।

অশোককুমার রায়ঃ বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণোত্তর কালের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন স্রষ্টাসাধক দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭—১৯৮০)। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি এক অনন্যসাধারণ সঙ্গীত সাধক, সুরকার, কবি ও সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদকে। তাঁর সুবিস্তৃত রচনাবলীর অন্তরে প্রবেশ করলে যেমন পাওয়া যায় মৌলিক বিষয়ের সন্ধান, তেমনি ভাষায় শব্দ-ব্যবহারে তাঁর আকর্ষণীয় অনায়াস-বিচরণ যা আমাদের মুগ্ধ করে, কোথাও আরোপিত বলে মনে হয়না। এ-ক্ষমতা অর্জন করা বড় সহজ নয়।…আমরা দিলীপকুমারের সাহিত্যে, মনানুশীলনের সঙ্গে পাই পরিচ্ছন্ন কার্যকারতা। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে এককথায় বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয়ও রচনার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। …তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধি ও হৃদয়ের একটি দ্বন্দ্বমুখর সোহার্দ্যের সংগঠনে এক প্রসন্ন রসবোধ সক্রিয়।

…তাঁর লেখা কখনই সমাজবিচ্ছিন্ন ছিল না, সব সময়েই সমৃদ্ধ ছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে, জাগতিক দায়িত্বজ্ঞানে। …দিলীপকুমার শুধু একজন সাহিত্যিকই নন, বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেরই এক যুগান্তকারী লেখকরূপে বিশ্ববন্দিত। তাঁর সমস্ত জীবন শিল্পসৃষ্টিতে একটি মহৎ আধ্যাত্মিক চেতনায় বিধৃত। তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত—সবই এক অধ্যাত্ম-জ্যোতির দিব্যস্ফুরণ। তাঁর শিল্পীসত্তার উন্মেষ হয়েছে অধ্যাত্ম-উপলব্ধি থেকেই। …জীবনের সব ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতির সব অঙ্গে তিনি উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

সঙ্গীত ও লেখনীসাধনার ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতিসাধক মহাপুরুষের দান এত বিরাট যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার সবদিক আলোচনা করতে হলে একটি গ্রন্থ রচনা করতে হয়।

…দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর দিলীপকুমারের অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিশুদ্ধ গণিতে অনার্স সহ বি-এস্-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে প্রবেশ করেন এবং তিনটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স ট্রাইপস্ প্রাপ্ত হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুত্ব রচিত হয়, তা ছিল যেমন অচ্ছেদ্য, তেমনি দুজনেই

একে অপরকে নানাবিষয়ে নানাভাবে প্রভাবিত করেন। যেমন সুভাষচন্দ্রের প্রভাবেই দিলীপকুমার আই. সি. এস্ পরীক্ষা দেওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং সুভাষচন্দ্রকে দিলীপকুমার ব্রহ্মচর্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করেন।

১৯২৩—এইসময়ে গায়ক সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমারের খ্যাতি ভারতব্যাপী। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁকে 'গানের রাজা দিলীপকুমার রায়' বলে সর্বসমক্ষে সম্বর্ধিত করেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বুলবুল' গীতিকাব্য গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এই বিখ্যাত গানের বইটিতে দিলীপ কুমারকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে লেখা তিনটি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' বইটি দিলীপকুমারকে উৎসর্গ করেন। নজরুলের 'গজল' ও অতুল প্রসাদের 'ঠুংরি'কে দিলীপকুমারই বঙ্গদেশে জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁর কণ্ঠে নজরুলের 'কে বিদেশী' গানটি এতবেশি জনপ্রিয় হয় যে, শহরের সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাষী ও খেয়ানৌকার মাঝির মুখেও শোনা যেতো।

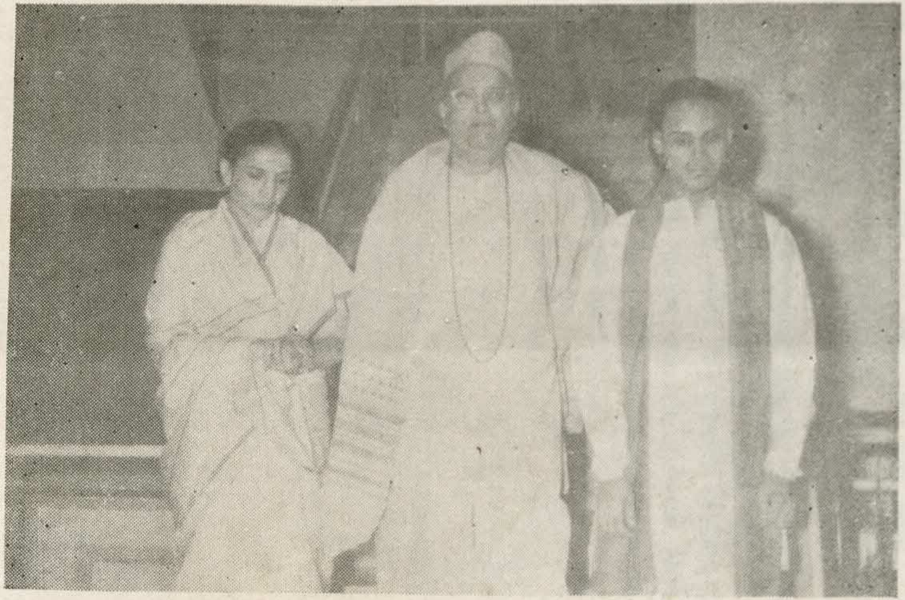
কথামৃত-খ্যাত শ্রীম'র প্রভাব তাঁকে পুরোপুরিই অধ্যাত্মসাধক করে তোলে। তাঁর সমগ্র জীবনের সুরটিই ছিল ভক্তির পথে সাধনা। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সুরের সংমিশ্রণে এক নবধারার সৃষ্টি ও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক গবেষণা করতে ইয়োরোপে যান। একবছর বাদে দেশে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন, তখন একদিকে যেমন রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষার সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক দান থেকে দেশ অকস্মাৎ বঞ্চিত হল, তেমনি, অরবিন্দ আশ্রমকে সর্বার্থসাধক করে তুলতে তাঁর প্রচেষ্টাও অপরিসীম, এই সময়ে সকলের উপদেশ, মিনতি, পরামর্শ ও অনুনয় অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর পৈত্রিক যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দান করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাবার আগেই দিলীপকুমারের কবি-প্রতিভা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে। সতেরো বছর বয়স থেকেই তাঁর লেখা কবিতাবলী যেমন পরিণত তেমনি প্রথমশ্রেণীর কাব্য-মর্যাদা লাভ করে। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি এমন সব কবিতা লিখেছিলেন যা একদা লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। এককথায় বলা যায়, কবি-প্রবন্ধকার উপন্যাসিক, গায়ক, সঙ্গীত-বিজ্ঞানী, সুরকার, ভ্রাম্যমাণরূপে দিলীপকুমার যোগজীবন বরণের আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র জীবনে দিলীপকুমার যেমন অজস্র গান রচনা করেন তেমনি গড়ে তোলেন তাঁর অসামান্য গায়কীতে বিশুদ্ধকণ্ঠের শিষ্য-শিষ্যা। এঁদের মধ্যে স্বর্গতা উমা বসু ও শুভলক্ষ্মীর কণ্ঠে দিলীপকুমার রচিত ও সুরারোপিত গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রভুত

জনপ্রিয়তা অর্জনা করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যা অসামান্য প্রতিভাময়ী ইন্দিরা দেবীর সাক্ষাৎলাভ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের অল্প কিছু কাল পর তিনি স্বেচ্ছায় পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ত্যাগ করেন।…

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দিলীপকুমার তাঁর মানসকন্যা ও শিষ্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে যৌথভাবে 'হরিকৃষ্ণ মন্দির' গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এরপর ইন্দিরাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করেন। এটি তাঁর তৃতীয়বার পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ। ফিরে এসে পুণায় প্রতিষ্ঠা করেন 'হরিকৃষ্ণ মন্দির' (আগস্ট ১৯৫৩)।

…তাঁর অনবদ্য রচনাবলীর সুষমাময় অভিব্যক্তি পাঠককে শুধু আকর্ষণই করেনা, আনন্দে আপ্লুত করে। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, আগের পর্ব বাদ দিয়েও ১৯৫০-১৯৭৯ পর্বেও দিলীকুমারের সাহিত্যিক রূপটি কম জনপ্রিয় নয়। এই পর্বের সাময়িক পত্রে তাঁর যে অজস্র প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, ভ্রমণ, স্মৃতিকথা ও রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেই রচনাপঞ্জীর কাজে আজও হাত দেওয়া হয় নি !



কলকাতায় যাটোর্ধ্ব দিলীপকুমার রায় ও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে তপন বসু

১

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির
গণেশখণ্ড রোড
পুণা-৫
৭.২.৫৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পেলাম। হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না এ আমারো মত। তবে আমি মনে করি আন্তঃপ্রাদেশিক তথা রাষ্ট্রীয় আইন কানুন রেকর্ড প্রভৃতি চালু রাখার জন্যে ইংরেজি ভাষাই এখনকার দিনে সবচেয়ে উপযোগী—কোনো ভারতীয় ভাষা নয়। এ বিষয়ে আমি আমার মতামত একটি প্রবন্ধে লিখতে রাজি আছি। কেবল প্রথম মুস্কিল এই প্রবন্ধটি বড় হয়ে যাবে ও কষ্ট করে লেখার পর যদি আপনারা বলেন কাটছাঁট করতে তবে মন খারাপ হবে। দেশ পত্রিকায়[১] শ্রীকুমার বাবুর প্রবন্ধটির বহর হবে—যদি লিখি প্রবন্ধটি। দ্বিতীয় মুস্কিল এই যে উপস্থিত চার-চারটি বইয়ের ভূমিকা লিখতে হচ্ছে কাজেই কবে নাগাদ প্রবন্ধটি চাই জানালে সুবিধা হয়। তৃতীয়—প্রবন্ধটি দেশ কি আনন্দবাজারে ছাপলেই ভালো হয়। মাসিক বসুমতীতে ছাপালে সবচেয়ে ভালো হয়। কোথায় ছাপাবেন জানাবেন কি? যাই হোক এ বিষয়ে শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ[২] ও শ্রীকুমারবাবুর সঙ্গে আমার কোনো মতভেদই নেই, তাই যদি আমাকে প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তবে আমি সানন্দেই লিখব। ইতি—

শুভার্থী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

১। ভাষা আন্দোলনের সময়ে ১৯৫৭-তে শ্রীতপন বসুর অনুরোধক্রমে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় ভাষা-সমস্যা' নামের প্রবন্ধটি লেখেন, সেটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং দিলীপকুমারকে পাঠানো হয়। (এটি মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের পুস্তিকা 'হিন্দী ইংরেজী ও মাতৃভাষা'য়ও প্রকাশিত হয়ে বিতরিত হয়)।

২। সাহিত্যিক 'ভাস্কর', তদানীন্তন অধ্যক্ষ—প্রেসিডেন্সি কলেজ। এই সময়ে ভাস্করের ভাষা-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হয়, সেটিও দিলীপকুমারকে পাঠানো হয়।

২

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির
গণেশখণ্ড রোড
পুণা-৫
১৫.৩.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার কাছে অপরাধী আছি। কিন্তু চার-চারটি বইয়ের প্রুফ্ ও একটি বই ইন্দিরার ভজনখানি তার জন্মদিনে প্রকাশ করতে হবে ২৬শে মার্চ—এ ও তা নানা-কারণে এত খাটতে হচ্ছে যে কিছুতেই সময় পাইনা ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। কলকাতার কন্‌ফারেন্সের রিপোর্ট পড়লাম। রাজাগোপালাচারি ঠিকই বলেছেন। প্রায় সব বলবার মতন কথাই বলা হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমার ফের একটি প্রবন্ধ লেখার উপযোগিতা আছে কি? জানিও। ২৬শে মার্চের আগে লিখে ফেলবারও সময় আর নেই। তবে তার পরেও যদি তোমরা সত্যিই চাও তবে ভাবছি লিখেই ফেলব যেসব কথা মনে জমে উঠেছে। কলকাতার কনফারেন্সের একটি বিশদ বিবরণ (পত্রিকার বা হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ডের রিপোর্ট) পাঠাতে পারো? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব কেমন হল সেটাও যদি পারো তো ঐসঙ্গে জানিও, কেমন?

স্নেহাশীর্বাদক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

৩

ওঁ

১৬.৬.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পেলাম। আমি সম্প্রতি আমার 'বাল্যস্মৃতি' নিয়ে লেখা নিয়ে মশগুল আছি—'ভারতজ্যোতি' পত্রিকায় বেরুবে—প্রথম বেরিয়েছে ৭ই জুনের সংখ্যায়। বারো সংখ্যা অন্তত লিখতে হবে, তাই খুব লিখে চলেছি।

বাংলার দুরবস্থার কথা তুমি যা লিখেছ সব সত্যি। কিন্তু সেইজন্যেই আরো চাই ধর্মসাধনা, কেননা 'ধারয়তীতি ধর্মঃ'—ধর্মই সমাজকে জাতিকে

ধারণ করে। তুমি কী করো? লেখো বুঝি? কোন্ কাগজে? কী লেখো? আমি আজকাল ধর্মবিষয় ছাড়া বড় কিছু লিখি না। বাল্যস্মৃতিতে আমার ধর্মজীবনের উন্মেষ ও প্রগতি এটাই লেখা আমার উদ্দেশ্য। তাই এ লেখাটি তুমি পড়লে খুশি হবো।

ভারতজ্যোতির আফিস—৩০ রাখালদাস আড্ডি লেন, কলিকাতা-২৭।

তুমি তোমার একটা চিঠিতে ওঁকারনাথজির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছিলে। পারো তো তাঁর সম্বন্ধে যা জানো লিখো। তোমার পিতামাতা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন এই ধরণের কথা তুমি লিখেছিলে ও তিনি আসাতে চৈতন্য-মহোৎসব খুব উজিয়ে উঠেছিল এও লিখেছিলে। তিনি এখন কোথায়? কলকাতায়? তাঁর সমাধি দেখে আমার এক বন্ধু সেদিন লিখেছেন যে তাঁর মুখাবয়বে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকাশ পায় সমাধি অবস্থায়। এ কেমন ক'রে হয়? জানাবে এ সম্বন্ধে?

Giri-র চিঠি পাঠালাম।···

উত্তর পেলে চিঠি লিখব।

ইতি নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

পুঃ। আমাদের জীবনের একটি ঘটনার বিবরণ পাঠালাম। এটি গোপনীয় কাউকে দেখিও না ও পড়ে ফেরৎ পাঠাতে ভুলো না। কেমন ?

Governor's Camp
Uttar Pradesh,
Naini Tal
June 8, 1958

Dear Shri Dilipkumar Roy,

I was delighted to receive from you the collection of devotional songs called 'Sudhanjali' composed by your disciple Indira Devi and yourself. From times immemorial India has had the privilege of producing savants and saints, mystics and minstrels, who have conveyed the message of the Eternal through different instruments and methods. Poetry and Music are the finesr of such means and their effect is immediate and sure. I have heard some of your songs sung at different gatherings; their effect has been universal and soul-elevating.

I am sure this 'Bhajanavali' is a welcome addition to the literature on Poetry and Music and will be widely sung and appreciated.

I thank you once again for sending me a copy of the book. With kindest regards to you and to Indira Devi.

Yours sincerely,
V.V,GIRI
(V. V. Giri).

Shri Dilipkumar Roy,
Hari Krishna Mandir,
Ganesh Khind Road,
Poona-5

পুণা-৫
৩০.৮.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রথম পত্রটি ছিল পোস্টকার্ড, তাই মনে হ'ল সবুর সইবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় পত্র কাল এসে হাজিরি দিল গোটা খামে—তখন কলম ধরতেই হ'ল হাতে সময় না থাকা সত্ত্বেও।

কিন্তু 'সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আমার 'নিজস্ব ধারণাটুকু' জানতে চেয়েই যে তুমি আমাকে বিপদে ফেলেছ হে! কারণ এ-সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা গড়ে উঠেছে আরো অনেকের ধারণার নির্দেশে, সঙ্কেতে, ইঙ্গিতে—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের।

'বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের' বলছি কেন—খুলে বলি একটু।

সে অনেকদিনের কথা। রবীন্দ্রনাথ স্নেহবশে আমার সঙ্গে নানা সময়ে নানা আলোচনাই করতেন—আমার 'তীর্থংকর'-এ হয়ত প'ড়ে থাকবে। সেদিন কথায় কথায় তিনি বললেন: 'তোমাদের হাল আমলের এক একটা শব্দে আমার মন যেন শিরোপা তোলে, যথা তোমাদের পরিস্থিতি, মৌলিকতা কি কৃষ্টি।'

আলোচনা চলল। রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করলেন পরিস্থিতির স্থলে পরিবেশ (আবহ শব্দটি অনুমোদন করেছিলেন কিনা মনে পড়ছে না), মৌলিকতার স্থলে স্বকীয়তা ও কৃষ্টি স্থলে সংস্কৃতি।

বলা বাহুল্য, আমার মন এ-তিনটি শব্দেই সাড়া দিয়েছিল। 'ভাষার একটা অদ্ভূত প্রকৃতি আছে' বলতেন কবি প্রায়ই। 'কোনো কোনো শব্দ সে সহজেই গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো শব্দ কিছুতেই পরিপাক করতে পারে না। তোমাদের কাজি কেবলই জোর ক'রে চালাতে চাইবেন 'খুন' রক্তের প্রতিশব্দ হিসেবে। কিন্তু বাংলা ভাষা খুনবে হত্যার দেশজ তর্জমা হিসেবে গ্রহণ ক'রলেও রক্ত ব'লে নিলে না। ঠিক তেমনি, তোমাদের এই পরিস্থিতি—যাকে দেখি খবরের কাগজওয়ালারা কেবলই চান আমাদের গলাধঃকরণ করাতে—আমরা সইব না তবুও ও'রা ঠেলে দেবেন গলায়। আর মৌলিকতা? ছি-ছি করে ওঠে না মন? এর নাম কি বাংলা? কিন্তু সবচেয়ে অসহ আমার কাছে কৃষ্টি। বোধহয় মাটি কর্ষণ করলে ফল ফুল ধান গজায় বলেই কৃষ্ ধাতুর উপর ক্তি প্রত্যয় চাপিয়ে এর tractor বুকের উপর দিয়ে চালানো হ'ল। কিন্তু সত্যি এ-কথাটির মধ্যে একটি কর্কশ ভাব আছে যা আমার বুকের মধ্যে কর্ কর্ করে ওঠে। এর নাম কি কালচার?' আমি হেসে বললাম: 'তবে কি বাংলা হবে কাল্চারের? কবি বললেন: 'কেন? সংস্কৃতি? কেমন

সুন্দর গম্ভীর শুনতে বল তো ? এর পাশে ধরো তোমার কৃষ্টিকে অমনি মনে হবেই হবে—ছি ছি। কিম্বা, সাধুভাষায় ধিক্ ধিক্।'

এর পরে আমি আর কখনো ভুলেও 'কৃষ্টি' দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি—যদিও রাজশেখরবাবুর 'চলন্তিকা'য় দেখি সংস্কৃতির মানে করেছেন তিনি—'শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, কৃষ্টি culture'।

তবেই দেখ, কৃষ্টিকে ঠেকানো কী কঠিন হয়ে দাঁড়ালো—যখন ও অভিধানেও উড়ে এসে জুড়ে বসল।

সে যাই হোক্ সংস্কৃতিই কালচারের ঠিক বাংলা ব'লে আমি মনে করি। কাজেই সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝাবে কালচার বলতে যা বোঝায়।

একেই বলে ইংরেজিতে—begging the question—মানে, এড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ—সংস্কৃতির মানে খুঁজতে হ'লে কালচারের অর্থপরিগ্রহ ক'রতে হবে।

বিলেতে দুটি শব্দ আছে যা নিয়ে ওরা নিরন্তর তর্ক করে: কালচার ও সিভিলিসেশন। একদল বলেন বাইরের স্বাচ্ছন্দ্যের তোড়জোড়, যূথবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে যে-আরামের কাঠামো গড়ে ওঠে তার নাম সিভিলিসেশন্ আর মনোলোকে শিক্ষার ফলে যে উৎকৃষ্ট আত্মপ্রসাদ গড়ে ওঠে তার নাম কালচার। সংস্কৃতি বা কালচার বলতে কিন্তু সিভিলিসেশন্ বা সভ্যতা বোঝাবেই কারণ 'অসভ্যতা'র পরিবেশে সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠতেই পারে না। কিন্তু এ-ছাড়াও আরো অনেকগুলি ইঙ্গিত—সাজেস্সন্—এ-শব্দটির মধ্যে আছে। একটি হ'ল refinement কিনা সৌকুমার্য, আর একটি হ'ল dignity কিনা আত্মসম্ভ্রম, আর একটি যদি বলি tolerance ওরফে সহিষ্ণুতা তা'হলে কি অত্যাধুনিক প্রগতিবাদীরা বিষম রাগ করবেন ? কারণ এ-যুগের একটি পরম বেদবাণী হ'ল অসহিষ্ণুতা—আমি যা ভালো বুঝি তা-ই অপরের স্কন্ধে চাপাবার অধিকার আমার আছে—বলং বলং বাহুবলং—যে-স্কন্ধ তাতে গররাজি হবে তাকে স্কন্ধকাটা—কিনা liquidate না করে ছাড়বে না। মানুষের মুক্তি আসবে—বহুকে ভয় দেখিয়ে এক গোয়ালে মাথা মুড়ুতে বাধ্য করে—কোনো ism-এর গোয়ালেই অবশ্য।

যথার্থ সংস্কৃতির মধ্যে থাকবে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা তথা নব-আবির্ভাবের প্রতি অভিনন্দন—অবশ্য যেখানে এ-আবির্ভাব বরণীয়, আনন্দময়, উদারপন্থী, তিতিক্ষাশীল। সেই সঙ্গে থাকবে—সৌকুমার্য কিনা অপরের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি, মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্, কিনা অনর্থক অপ্রিয় সত্য বলে অপরকে আঘাত না করা। মানি—সময়ে সময়ে স্পষ্টবক্তা না হ'লেও চলে না। কিন্তু পণ্ট বক্তাদের মধ্যে প্রায়ই এক দুঃসহ অধীর মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে বলে—আমি যা ঠিক মনে করি তাকে খাড়া ক'রে অপরকে মারবার অধিকার

আমার জন্মগত। যেখানে আমরা প্রত্যেকেই অহংকারী সেখানে অপরকে অহংকারী বলে গাল দেবে কে? 'People who live in glass houses should not throw stones at others'। সত্যিকার সংস্কৃতি নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার দরুণ অপরের দোষত্রুটির কঠোর বিচারক হ'তে পারে না।

যথার্থ সংস্কৃতির জন্যে বিদ্যা বা এডুকেশন্ অপরিহার্য মনে করেন অনেকে। আমি করিনা। এইখানেই বলতে পারো আমার নিজস্ব ধারণার বিজ্ঞপ্তি। কারণ আমি দেখেছি এমন অনেক মানুষকে যাঁরা তথাকথিত শিক্ষা বা বিদ্যার দিক দিয়ে নিঃস্ব হয়েও সত্যকার মনুষ্যত্ব তথা সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ।

কিন্তু আর সময় নেই। আমার নিজস্ব ধারণা কতটা উপাদেয় হবে ওখানকার পরিবেশে জানিনা। ইতি—

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

৫

OM

Hari Krishna Mondir,
Poona-5
২৩.৯.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

কাল কবিতা-র সঙ্গে ফটো পেলাম। তোমার নম্র মুখের ছবি ভাল লাগল। কলকাতা গেলে দেখা হবে।

সঙ্গের এই পত্র নিয়ে গুরুদাস লাইব্রেরিতে গেলে তাঁরা আমার যে-বইগুলি গুরুদাসের ওখানে আছে দেবেন মহাজাতি সদনের নেতাজি লাইব্রেরির জন্যে। আমার অন্য প্রকাশকরা দেবেন কি না জানি না—তাঁদের আলাদা লিখে দেখব। Associated Publishing House, D. M. Library, Mitra & Ghosh এবং শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরিতে আমার যেকটি বই বেরিয়েছিল তোমাকে কলকাতায় হাতে দেব।…তুমি আমার 'অঘটন আজো ঘটে' নিশ্চয়ই আজ পর্যন্ত পড়বার সময় পাওনি!

তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় থাকব।…

ইতি
তোমার নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

৬

৬.১০.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি আজ পেয়েই উত্তর দিচ্ছি।

'দোলা' ২য় খণ্ড ও 'তরঙ্গ রোধিবে কে' ২য় খণ্ড মহাজাতি সদনের নেতাজি লাইব্রেরিতে দিও না—আধখণ্ড দিয়ে কি হবে? 'তরঙ্গ রোধিবে কে' আমি নতুন করে লিখেছি অনেক ছেঁটে দিয়ে। প্রায় ২৫০ পাতা কমে গেছে। এক খণ্ডেই বের করব এবার তখন নেতাজি লাইব্রেরিতে দেওয়া যাবে।

'সূর্যমুখী' বাজারে পাওয়া যায় জানতাম না। বোধহয় ২/৪ কপি এখনো অবশিষ্ট আছে। 'দোলা' দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেছেন ডি. এম. লাইব্রেরির শ্রীগোপাল মজুমদার। তাঁকে এ-চিঠি দেখিয়ে 'দোলা' চেয়ে দেখতে পারো—যদি তিনি দেন তবে তাঁকে ধন্যবাদ দিও, কারণ দেবার কথা নয়। দোলা এই দ্বিতীয় সংস্করণই নেতাজি লাইব্রেরিতে যাওয়া উচিত। আগের সংস্করণের ২য় খণ্ড ফেরৎ নিয়ে এসো—তরঙ্গ রোধিবে কে-র বেলায়ও ঐকথা।

আর কী। আজ পুণা রেডিওতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ১৫ মিনিট পড়লাম এক ভাষণ : Rabindranath the Mystic.

আর সময় নেই আজ। এখুনি ডাকে না দিলে যাবে না। ইতি—

নিতাশীর্বাদিক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

৭

ওঁ

পুণা-৫

১৩.১০.৫৮

কল্যাণীয়েষু,

সলিলের চিঠি পাঠালাম।...

এই সঙ্গে পত্র দিলাম সরোজকে। কলকাতায় পেঁছব ৫ই কি ৬ই নভেম্বর।

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদিক

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়—দিলীপকুমার রায়ের শিষ্য

সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—পাবলিশার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের মালিক

৮

ওঁ

২৮.১.৫৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দু'খানি চিঠির উত্তর দেব-দেব ক'রে নবগৃহপ্রবেশ তথা আমার জন্মোৎসবের দরুণ দেরি হয়ে গেল। বহু অতিথি এসেছিল এখনো অতিথিদের আলয়ে আছেন।

একটি ইংরাজ ও একটি কানাডিয়ান অতিথিও আছেন। এঁদের দেখাশুনো করতে হয়। তাছাড়া নবমন্দিরের নানা খুঁটিনাটি। মন্দিরটির একটি ছবি পাঠালাম। একটি উচ্চশিখায় ওঁ বসানো বাকি আছে। নৈলে নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে একরকম। এখন বাগান নিয়ে পড়তে হবে। এখানকার মুনিসিপাল কমিশনর বৃক্ষরোপণে ও অন্য নানাভাবেও সহায়তা করছেন খুবই। তাই মনে হয় বাগানটিও সুরম্যই হবে।

আমাদের মন্দিরে ভজনে বেশি লোক আসছে। জন্মদিনে হাজার লোক এসেছিল দু'বেলায় ও দুপুরে খাওয়ান হ'ল ৩৫০০ লোককে।

দু'বেলাই গান, নামকীর্তন প্রসাদাদি যথাবিধিই হ'ল।

আর কি! তোমাদের খবর দিও। তুমি আমার স্নেহাশীষ নিও।

ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

৯

ওঁ

১৪.৩.৫৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি।...

আমি আজকাল স্মৃতিচারণ লিখছি। প্রথমার্ধ 'ভারতজ্যোতি' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বেরিয়েছে, এ মাসে প্রেসে যাবে—বই হয়ে বেরুল ব'লে। দ্বিতীয়টি এখন লিখছি। শ্রীতরুণ রায় লিখেছিলেন আমার 'স্মৃতিচারণ' দেশ-এ ছাপবেই ছাপবে। তাই তাকে তিনমাস আগে তিনটি অধ্যায় পাঠাই দেশ-এর

জন্যে। 'গল্পভারতী' আমার স্মৃতিচারণ ছাপছে দক্ষিণা দিয়ে, খুব আদর করেই ছাপছে। পৌষ-মাঘ সংখ্যার গল্পভারতীতে দেখতে পাবে স্মৃতিচারণ। এবং যদি সময় পাও পড়বে কি? তোমার মতামত চাই তাই বলছি। এধরণের লেখা সাত-আট অধ্যায় লিখে ফেলেছি—ভেবেছিলাম দেশ-এ ছাপবে—(হয়ত ছাপবে এখনো নিশ্চিত ক'রে তরুণ কিছু জানায়নি)—কিন্তু তিনমাস পাণ্ডুলিপি তার কাছে প'ড়ে আছে, তাই তোমার পরামর্শ চাইছি···তোমার খবর দেবে।

এই সঙ্গে একটি আশ্চর্য অঘটনের সন্দেশ পাঠালাম। ভোজন করে মৌনী হবে—কাউকেই বলবে না। কেমন?

নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

১০

ইন্দিরা নিলয়
হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা-৫
৬.৪.৫৯

স্নেহাস্পদেষু,

গোবিন্দগোপাল অবশেষে অনামীর জন্যে সমালোচনা পাঠিয়েছে[৩]—। ইন্দিরার জন্মোৎসব হয়ে গেল। এক বন্ধু কিছু কথা রেকর্ড করেছেন পাঠালাম শুধু তোমার জন্যে।

আমার স্নেহাশীষ নিও।

ইতি—
নিত্যাশীর্বাদক

দিলীপদা

৩। গ্রন্থালোচনাটি অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১১

ওঁ

২৯.৪.৫৯
ইন্দিরা নিলয়
হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা-৫

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি পেলাম। জিতেনকে লিখেছি তারাশংকরকে একটা 'অঘটন' পাঠাতে। তুমিও টেলিফোনে তাকে মনে করিয়ে দিও (J. N. Mukherji, Indian Associated Publishers, 93 Harrison Road, Calcutta)।

'অঘটন' তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

ভেবেচিন্তে 'স্মৃতিচারণ' এখন যুগান্তরে না-পাঠানোই স্থির করলাম। কারণ তিন তিনটে পত্রিকায় স্মৃতিচারণ বেরুচ্ছে ঃ দেশ, গল্পভারতী ও জয়শ্রী-তে। কাজেই কাজ নেই আর।

একটি কবিতা পাঠালাম রবিবারের যুগান্তরের জন্যে। (দেখি ওঁরা ছাপেন কিনা)।

আজ আর সময় নেই। গান্ধিজি যে দেশের বহু ক্ষতি করেছেন এ কি আর কেউ অস্বীকার করতে পারে? তবে সেসময়ে বেশি কেউ বুঝতে পারেনি তাঁর একদেশদর্শিতার পরিণাম—যার ফলে পাকিস্তান হল। শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, পাকিস্তান দুজনের সৃষ্টি—জিন্না ও গান্ধি।

আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—
নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

১২

২৪ জুলাই, ১৯৫৯
পুনা—৫

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে প্রতিভার সংজ্ঞা ও উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। এ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় বলছি যদিও তোমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

কেন সহজ নয়? কারণ আমরা সংসারে অনেক কিছুরই সম্বন্ধে যা যা জানি তাদের মধ্যে অনেকখানি অংশই পাতলা মেঘের মতন আমাদের জ্ঞানের

আলোককে খানিকটা আবছা অনির্বচনীয় ক'রে তোলে। এই অনির্বচনীয়তাকে ইংরাজি ভাষায় মিসটিক বিশেষণ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু মিস্টিক্ কথাটিও কম মিস্টিক্ নয়। অর্থাৎ ওর ভার হৃদয়ে থিতিয়ে গেলেও নাগাল পাওয়া শক্ত। আমাদের মনের গভীরে রকমারি আলো প্রভা স্ফুলিঙ্গ চিকমিক করে কিন্তু তাদের ছোঁওয়া গেলেও ধরতে গেলেই ফস্কে যায়। প্রতিভা কী বস্তু? সৌন্দর্য কাকে বলে? সুরুচির সংজ্ঞা কী? মায়ার মানে কী··· এই জাতীয় নানা প্রশ্নই আমাদের মনের দুয়ারে টোকা মারে প্রায়ই। কিন্তু দুয়ার খুলে তাদেরকে আপ্যায়িত করতে গেলেই দেখি তাদের সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করা ভার হয়ে ওঠে। এককথায় যে-সব প্রশ্ন নিয়ে দিনের পর দিন ঘর করতে করতে মনে হয় তাদের উত্তর খানিকটা জানি—তাদের সঙ্গে নির্জনে মুখোমুখি হতে না হ'তে দেখি যে জানার মতন জানিনা।

এত কথা বলছি এইজন্যে যে সংজ্ঞা নির্ণয় করতে যাওয়ায় বিপদ সমূহ। একটা খুব জানা উদাহরণ দিই। প্রতিভা কালে ভদ্রে আসে, তাছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতিভা নিয়ে মাথা ব্যথাই নেই বলে প্রতিভার সম্বন্ধে তাদের বোঝাবার প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু কখনো ভালোবাসেনি এমন লোক দিন-দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার। বটে তো! অথচ যদি তুমি রাম শ্যাম যদু মধুকে জিজ্ঞাসা করো প্রেম সম্বন্ধে তারা কী বোঝে—দেখবে সাড়ে পনের আনা মানুষই ভুল জবাব দেবে এবং এক পাই মানুষকেও বোঝানো যাবে না যে প্রেমের প্রাণের কথাটি হল—ভালোবাসতে চাওয়া ও ভালোবাসা পাওয়া নয়, অথাৎ সত্যিকার প্রেম হ'ল দেওয়া নেওয়া নয়। নিধুবাবুর একটি গানে আছে: 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।' এগান শুনলে গড়পড়তা স্বামী বলবেই বলবে: 'সে কি মশায়? আমার স্ত্রীকে ভালোবাসব কেমন ক'রে তার ভালোবাসা না পেলে? সুখী হব কেমন করে যদি সে আমাকে না ভালোবাসে?' আমি বলছি না যে স্ত্রী স্বামীকে ভালো না বাসলেও একতরফা ভালোবাসায় দম্পতি পুরোপুরি সুখী হ'তে পারে। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই বলছি যে আমার ভালোবাসার যদি স্বভাব এমনিই হয় যে আমি তার প্রত্যুত্তরে চাই প্রেমাস্পদের ভালোবাসার অঙ্গীকার তবে সে হল খতিয়ে বাণিজ্য—আইনের ভাষায়—quid pro quo—আমি দিচ্ছি এই, তুমি দাও ঐ। বিশেষ ক'রে হাল আমলের প্রেমিক প্রেমিকাকে বোঝানো অসম্ভব খৃষ্টদেব কী বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন 'It is more blessed to give than to receive.' অসম্ভব এইজন্যে যে মনের মধ্যে খানিকটা অন্তত: নিষ্কামভাব না এলে 'নিষ্কাম প্রেম' শুনলে মনে হয় সোনার পাথরবাটি, শশশৃঙ্গ, আকাশ কুসুম—অর্থাৎ ও হয় না, অবাস্তব। তাই হাজার চেষ্টা করলেও তাদের বোঝাতে পারবে না যে রাধার প্রেমের মূল

বাণীটি হ'ল আত্মদান, দরকষাকষি নয়—তুমি ভালোবাসলে তবেই আমি তোমাকে ভালোবাসব, নৈলে নয়—এ-ভাব রাধার মনে উদয় হ'তেই পারত না বলেই তিনি বলেছিলেন ঃ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্‌
অদর্শনাৎ মর্মহতোং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

বুকে টেনে নিক আমার শ্যামল,
অথবা যাক সে দলিয়া পায় ;
দেখা দিক—কিবা অদর্শনে সে
ভাঙুক রাধার হৃদয় হায় ;
আমারে ভালো না রেখে যদি নিতি
বহুবল্লভ হ'তে সে চায় ঃ
তবু সে-ই রবে প্রাণেশ আমার
আর কেহ নয় এ-বসুধায়।

মনে করো কি এ-নারীপ্রগতির যুগে কোনো নবাব এককথায় ফোঁস ক'রে না উঠে বলবেন ঃ 'আহা! কী সুন্দর!' আধুনিকাদের আলটিমেটাম্‌ বঙ্কিম-চন্দ্রেও ফুটে উঠেছিল ভ্রমরেরই মুখে—যে সতী হ'য়েও করতে চেয়েছিল সর্ত, স্বামী গোবিন্দলালকে বলেছিল ঃ 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ছিলে ততদিনই তোমাকে ভক্তি করিয়াছি…' ইত্যাদি। ভ্রমর গোবিন্দলালকে যতই ভালোবেসে থাকুন না কেন, তাঁর সে নিবিড় প্রণয়ও ছিল আলোকপ্রাপ্তা নব্যার নীতিবাদী প্রেম—রাধার প্রশ্নহীন সর্তহীন প্রেম নয়—যে শুধু ভালোবেসেই সার্থক, যে বলে তোমাকে যদি নাও পাই তাহ'লে আর কাউকে চাইব না।

এ-কথা যদি প্রেমের সম্বন্ধে সত্য হয়—যার অনুভবের ছিটেফোঁটা মানুষ মাত্রেই পেয়েছে, তাহলে ভাবো তো প্রতিভা বলতে কী বোঝায় তা বোঝানো কী বিষম দায়!

তাই কাউকে বোঝাবার চেষ্টা না করে বলি প্রতিভা বলতে আমার যা মনে হয়েছে।

সংস্কৃততে দুটি বিশেষণ দিয়ে প্রতিভাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি ঃ নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা, অন্যটি—মায়া-র উপমায়—অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি।

প্রথমটির—প্রতিভা নিজের পথ নিজেই কেটে চলেন নিত্য নতুন পথে। একথা কে না মানবে যে প্রতি প্রতিভাই অদ্বিতীয়? প্রতি মানুষও তাই—সত্য,

কিন্তু প্রতিভার অদ্বিতীয়ত্ব বিশেষভাবে সত্য, কেননা অনন্যতন্ত্রতা তার শুধু রক্তে নয়—অস্থিমজ্জায়। তাকে যেন চেপে ধরে চালায় এক অদৃশ্য তাগিদ—স্পিরিট্। স্পিরিটের ভূত প্রতিশব্দও এখানে খাটে। কারণ প্রতিভাকে তার প্রেরণা—খানিকটা ভূতে-পাওয়া মানুষের মতনই—যেন নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—সে চলে খানিকটা যেন বিবশ হ'য়েই বলব। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে।

য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার, প্রতিভার অবতার বীটোভন্ গামলায় মুখ ধুচ্ছেন—এমন সময় তাঁর মাথায় এল সুরসম্পাত। তিনি তৎক্ষণাৎ মুখ মুছেই বসলেন স্বরলিপি করতে—ঘর জলে জলময়। তাঁর ল্যান্ডলেডি রেগে আগুন কিন্তু বীটোভনের গ্রাহ্যই নেই।

আর একটি দৃষ্টান্ত ঃ

এমার্সন্ লিখছেন দার্শনিক প্রবন্ধ। স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বললেন ঃ 'আমার এক জ্বালা হয়েছে তোমায় নিয়ে। শীতে কেঁপে মরি, চাকর পাঠিয়েছে। অথচ এই ঠান্ডা ঘরে বসে তুমি লিখে চলেছ কী যে মাথামুণ্ডু। যাও বাগান থেকে কিছু চেলাকাঠ নিয়ে এসো—এ-ও কি আমার কাজ নাকি?' এমার্সন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লেখা ছেড়ে উঠলেন। বাগানে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে কয়েকটা কণ্ডি কেটে স্ত্রীর সামনে দিয়ে বললেন ঃ 'এই নাও। এখন আমি শুরু করি—যা জীবনে একমাত্র বাস্তব সত্য—রিয়াল্।' বলে লিখতে বসলেন দার্শনিক তত্ত্বকথা। তাঁর কাছে শীতে কাঁপার দুঃখও বাস্তব সত্য ছিলনা যেমন সত্য তাঁর দার্শনিক ভাবধারাকে ভাষায় রূপায়িত করা। তাই না তিনি হয়েছিলেন জগতের একজন সেরা দার্শনিক। ভাব এলে তাঁর আর নিস্তার ছিলনা—তাকে যতক্ষণ না ভাষায় ফলিয়ে তুলতে পাচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর কাছে আর কোনো কাজেই মন দেওয়া ছিল অসম্ভব।

হাল আমলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখতে পাই এ-প্রেরণার ফলে কী ভাবে তিনি চলতেন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি নিশ্চয় পড়বে এ বইটি। এর মধ্যে বারবারই এই সত্যেরি পরিচয় পেয়ে মন অভিভূত হয় যে দারুণ রোগ যন্ত্রণাও তাঁকে ঠেকাতে পারেনি কবিতা লেখা থেকে। যখন কলম ধরতে পারছেন না তখনও লিখলেন—মানে আবৃত্তি করলেন—অপরে টুকে নিল ঃ

'দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে······
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার অনর্থ হয়েছে পরাজয়।······'

অবসন্ন চেতনায়ও কবি কী অনুভব করলেন তাকে ছন্দে ফুটিয়ে না তুলে রোগশয্যায়ও চুপটি করে শুয়ে থাকা ওঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল—তাই না লিখতে হল তাঁকে ঃ

'দেখিলাম, অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি'…

কিন্তু তবু প্রতিভার প্রেরণা জাগালো তাঁর বুকে প্রার্থনা ঃ

'ঊর্দ্ধে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ
দেখি তারে—যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।'

আর একজন বিরাট প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ হয়েছিল আমার—তিনি আমার গুরুদেব, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ। চোখে দেখতে পেতেন না তিনি শেষ কয় বৎসর। কিন্তু মুখে বলে চলেছেন—আর একজন টুকে নিচ্ছে—এই ভাবেই তিনি রচনা করেন তাঁর মহাকাব্য—সাবিত্রী। শুনতাম এ-যুগ হল লিরিক কাব্যেরই যুগ, এপিক আর কেউ রচনা করতে পারবে না। এ যুগের শেষ এপিক না হোক উপ-এপিক হল মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট্। কিন্তু তবু তাকে এপিক বলা চলেনা—কারণ তাতে এপিকের ছন্দ থাকলেও বিপুল বিস্তৃতি নেই। সাবিত্রীর মধ্যে আছে এপিকের কল্লোল তথা মহান ঔদার্য—ব্যাপ্তি। এমনি এপিক তিনি প্রায়ান্ধ অবস্থায়ও মুখে মুখেই রচনা করে চললেন। এরই নাম তো অঘটনঘটনপটীয়সী প্রতিভা। বিরাট কাব্য মুখে মুখে রচনা—তার কত ভাব, কত অনুভূতি, কত আবিষ্কার—নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা আর কার নাম ? তিনি দেখতে পেলেন যে আমরা যা করি ভাবি সাধি তার পিছনে রয়েছে এক চিরন্তন প্রেরণা—সেই চালায় এ-বিশ্বভুবনকে ঃ

A mystic motive drives the stars and suns…
A mighty supernature waits on Time
প্রাতিভ প্রেরণা এক করে নিয়ন্ত্রিত সূর্যতারা…
কালেতে বাহিকা—এক মহিয়সী অলোক প্রকৃতি।

এবার প্রতিভার উৎস সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের উত্তরে আসি। ভালোই হল গুরুদেবের প্রসঙ্গ এসে গেল। প্রতিভার ইতিহাসে এমন গভীরদর্শী কয়টি জন্মেছে ? সব কিছুরই আদিগোমুখীতে তিনি পেঁছেছিলেন তাঁর অন্তর্মুখী দৃষ্টির প্রসাদে। সাবিত্রীর সপ্তম স্কন্দে ষষ্ঠ উল্লাসে তিনি লিখছেন ঃ

The genius too receives from some high fount,
Concealed in a supernal secrocy,

The work that gives him an immortal name.
The word, the form, the charm, the glory and grace
Are missioned sparks of a stupendous Fire

প্রতিভাও এক তুঙ্গ মহান্ গহন অলোকের
আদি-উৎস হতে পায় তার সৃষ্টির প্রেরণা,
যাহার বরে সে লভে অমরণী কীর্তি এ-ধরায়।
লাবণ্য মহিমা ভাব রূপায়ণ হ্লাদিনী সুষমা
তারি মহীয়ান্ অনলের বাণীবাহী বহ্নিকণা।

প্রতিভার আদি-উৎস সম্বন্ধে এর চেয়ে সুন্দর স্পন্দমান্ সংজ্ঞা আর কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়েনা। এ-স্থলে শ্রীঅরবিন্দ আরো একটি মূল্যবান কথা বলেছেন : যে, এই স্বর্গীয় প্রেরণা মানব মনের সীমাক্লিন্ন ছোঁয়াতে খানিকটা খুইয়ে বসে তার আদিম দিব্যদীপ্তি :

When least defaced, then is it most divine

মানসের ম্লান স্পর্শ হতে মুক্তি লভে সে যতই
ততই সে হয় তার স্বর্গীয় স্বরূপে মূর্তিমতী।

এর বেশি আর কী বলা যেতে পারে প্রতিভার অমর্ত স্বরূপের সম্বন্ধে? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry গ্রন্থে চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন নানা শ্রেণীর কবিতার প্রেরণার স্তর। সে-ব্যাখ্যার মূলে আছে প্রতিভাধর কবিদের এই চিরন্তন অনুভূতি যে তারা যে-পরিমাণে নিজেদেরকে উচ্চতর সত্যলোকের কাছে খুলে ধরে সেই পরিমাণেই তাদের মধ্যে নেমে আসে যে অলক্ষ্যলোকের নিজস্ব ছন্দ স্ফূর্তি বর্ণ রাগ। এদেরকে নিয়েই মানুষ আবহমানকাল শিল্পের দর্শনের কাব্যের সঙ্গীতের পসারী হয়ে এসেছে। অর্থাৎ আসল কথা : আমাদের মর্ত্যমানস যে-অনুপাতে অমর্ত্যের বাহন হবে সেই অনুপাতেই সে প্রতিভাধর হয়ে ফুটে উঠবে।

এ-বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে অধ্যাত্মজগতে। কারণ শিল্পে কাব্যে দর্শনে মানুষের মন নিরন্তর হানা দিয়ে অমলপ্রেরণাকে খানিকটা চ্যুত করেই করে তার ছোঁয়াতে। তাই এ-ছোঁয়াচ থেকে সবচেয়ে বেশি মুক্তি পায় কবি শিল্পী মনীষী নয়—যোগী, ঋষি, অবতারকল্প মহাপুরুষ। এ-যুগে একথার সবচেয়ে ভাষ্য মিলবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন পর্যালোচনা করলে। সচরাচর মহাপুরুষ মহাত্মাদের আমরা প্রতিভাধর নাম দেইনা। কিন্তু বিচক্ষণ অলডাস্ হাক্সলি—যিনি প্রতিভার একজন সেরা বোদ্ধা—ঠিকই বলেছেন যে ধর্মের জগতেই আমরা সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই দিব্যপ্রতিভার মর্ত্যলীলা। ঠিকই বলেছেন এইজন্যে যে ধর্মের জগতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি আমি-র লয় সাধন করতে পারে ভগবৎপ্রেমের আত্মহারা সাধনায়। তাই প্রতিভার চরম

পরিচয় মেলে সেই অবতারকল্প দিব্যমানবের সাধনায় যাঁরা আমি-র ক্লেদ থেকে মুক্তিলাভ করে হয়ে উঠেছেন ভগবানের বাহন। পরমহংসদেব সম্বন্ধে তাই তো স্বামীজী বলেছিলেন তাঁর একটি বক্তৃতায়, যে, মানুষ মর্ত্যজীবনে যে কী ভাবে বিশুদ্ধ দেবত্বের পরিচয় দিতে পারে তার দীপ্ততম দৃষ্টান্ত হয়ে এসেছিলেন এ-যুগে এই আশ্চর্য প্রেমের প্রতিভাধর—যাঁর প্রেমের শক্তি ছিল অঘটনঘটনপটীয়সী—অর্ধ শতাব্দীরই মধ্যে যাঁর প্রতিভা সারাবিশ্বে প্রকট করেছিল ঐন্দ্রজালিক ভাগবতী শক্তির লীলাখেলা। পরমহংসদেব বলতেন : 'আকাশজোড়া মুখ করে ডাকতাম—মা—আর মাকে আনতাম টেনে'। এই আবাহনের শক্তিই হয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও ভাগবতী প্রেরণাই তার শেষ উৎস গোমুখী।

ইতি
শ্রীদিলীপকুমার রায়

১৩

২৮.৭.৫৯

স্নেহাস্পদেষু,
তপন

সেদিন তোমাকে প্রতিভা সম্বন্ধে লিখে পাঠিয়েছি। আজ তিনটি কবিতা পাঠালাম।…

…আমাদের দুই মার্কিণ শিষ্য এসেছে তাদের ভজন শেখাতে ব্যস্ত আছি।

ইতি—
নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

১৪

২২.৮.৫৯
পুণা ৫

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাকে 'প্রতিভা' সম্বন্ধে যে-খোলাচিঠিটি পাঠিয়েছিলাম তার প্রাপ্তি সংবাদ দিও। সেটির একটি কপি উদ্বোধনে দিয়েছ আশা করি ? আমি ওঁদের লিখেছিলাম—তুমি দেবে।

তোমার খবর দিও।

নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

১৫

৮.৯.৫৯

কল্যাণীয়েষু

নিলে ফটো—সেটা পাঠিয়েওছিলে তবু সে নিরুদ্দেশ !
পিওনো নয় সে per bearer—বড়ই সঙিন কেস্ ।
যাহোক ভাগ্যে লিখেছিলাম যে, পাব তো গো দর্শন ?
তাই ভুলে-যাওয়া কাহিনী আবার করলে তুমি স্মরণ ।

এমনিই শুনি দৈবাৎ হয় কত রহস্যভেদ
সহসা যে-ঢিল ছোঁড়া গিয়েছিল করে সে লক্ষ্যভেদ ।

তোমার প্রকৃতি বিনয়ী এবং শ্রদ্ধালু তারো পরে
এ-বিরল মণিকাঞ্চন যোগ ভাবতেও মন ভরে ।
তবুও তোমার প্রকৃতি কেমন দেখিতে জাগছে সাধ
তোমার হাতের ফটো পাব ভেবে করছি আশীর্বাদ ।

ইতি

দিলীপদা

জন্মাষ্টমী উৎসব হ'য়ে গেল খুব ঘটা ক'রে
জানতে কি চাও বিবরণ—হেথা কেমনে ব্রজেশ্বরে
করিল বরণ সাতশো সুজন ?—যদি বা সময় থাকে
শোনবার—তবে লিখো লিপি, আমি পাঠাব খবর ডাকে ।

ওঁ

পুণা ৫
৫.১২.৬০

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি কারণ ব্রংকাইটিসে এবার বেশ একটু ভোগালো। অবশেষে সেরে উঠেই নেতাজির সম্বন্ধে একটি Radio বক্তৃতা লেখায় ব্যস্ত আছি। ওরা তাগাদা দিচ্ছে—২৩শে broadcast হবে—দিল্লি থেকেও relay করবে।

এহেন সময়ে তোমার পাঠানো বসুমতী পেয়ে সাতসতেরো ভাবনায় প'ড়ে গেছি। সুভাষ যদি শরৎ বসুকে লিখে থাকে যে সে বিবাহ করেছে তবে সে চিঠি যে কারণেই শরৎবাবু গোপন করে থাকুন না কেন কী যায় আসে? পণ্ডিত জহরলালও তো অনীতাকে সুভাষের মেয়ে ও শ্রীমতী শেংকলকে সুভাষের পরিণীতা বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি মিথ্যা বলবেন কেন? শরৎ বসুর পরিবারের সবাই বা মিথ্যা বলবেন কেন? সুভাষ বিবাহ গোপন রেখেছিল কেন—শ্রীমতী শেংকল ছাড়া আর কেইবা বলতে পারবে? মোদ্দা কথা, এনিয়ে এত দুর্ভাবনার কী আছে—আসাম বেরুবাড়ি প্রভৃতির পরে?

আসাম বেরুবাড়ি প্রভৃতি আন্দোলনে বোঝা গেছে জহরলাল আর পেরে উঠছেন না সামলাতে। বাহাত্তুরে হয়েছে হয়ত একাত্তরেই—কে জানে!

আমরা হয়ত এপ্রিলের গোড়ায় কলকাতা গিয়ে দিন পনের ভজন করব। তখন তোমার দর্শন পাব তো!

স্মৃতিচারণ তোমাকে পাঠাতে পারিনি—বই আর নেই ব'লে। ও বইটি কি তুমি পড়বে না সেইজন্যে? ওদের কাছে আর চাওয়ার উপায় নেই আমার। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও দেবজ্যোতিকে ওরা বই পাঠিয়েছে। ওঁদের বলবে বইটির একটি সমালোচনা লিখতে?

আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

১৭

১ জানুয়ারী, ১৯৬১
পুণা-৫

প্রিয় তপন,

সঙ্গের পত্রদুটি নিয়ে যদি একটু কষ্ট ক'রে আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসে গিয়ে প্রবন্ধটি খোঁজ করে আমাকে ফেরৎ পাঠাতে পারো তবে খুব খুশি হব।

নেতাজী সম্বন্ধে একটি গান লিখে তোমার অনুরোধমত তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। পেয়েছ তো ?

নববর্ষের স্নেহাশীষ নিও।

ইতি
আঃ দিলীপদা

Amrita Bazar Patrika Private Limited
Established 1868
"PATRIKA HOUSE"
14, Ananda Chatterjee Lane, Calcutta-3
3, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13

Ref No Ep/371 60 29.12.1960

Sradashpadeshu,

I received your letter dated poona 23.12.60 on my return from tour and immediately made a thorough enquiry to locate your missing article. I regret to say that we have not been able to trace the same after the most diligent search in both Jugantar and Patrika offices. May I suggest that you kindly write to the Ananda Bazar Patrika office, as there is some possibility of your sending the article to them by oversight. The question of 'throwing' an article from you into the wastepaper basket can certainly not arise.

With kindest regards,

Yours sincerely
(Tushar kanti Ghosh)

Sri D. K. Roy,
"Indira Nilay"
Hari Krishna Mandir, Poona,

OM

Indira Niloy
Harikrishna Mandir,
Poona-5
১ জানুয়ারি, ১৯৬১

আনন্দবাজার পত্রিকা
সম্পাদকেষু,

নববর্ষের প্রীতিশুভেচ্ছা জানিয়ে আবেদন শুরু করি। গত পূজার আগে আমি বিবেকানন্দ বাবুকে যুগান্তরের জন্যে একটি প্রবন্ধ পাঠাই—মহামতি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—কিন্তু ভুলক্রমে পাঠিয়েছিলাম আনন্দবাজার পত্রিকা আপিসে। পত্রিকাভবনে এ জন্যে লিখি তুষারবাবুকে। তিনি সোজা আপনাদের কাছে দরবার করতে বলেছেন। প্রবন্ধটি আমি রেজিষ্ট্রী ডাকেই পাঠিয়েছিলাম—তাই আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই যথাকালে পেঁাছেছিল। প্রবন্ধটির কপি আমার কাছে নেই। তাই নিবেদন একটু কষ্ট করে যদি খুঁজে আমাকে ফেরৎ পাঠান তবে বাধিত হবো।

এক বন্ধুর হাত দিয়ে পাঠালাম। তাঁর হাতে প্রবন্ধটি দিলে সুখী হবো। ইতি

পূর্ব হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন
শ্রীদিলীপকুমার রায়

১৮

ওঁ

Indira Nilay
Poona-5
৪.১.৬১

কল্যাণীয়েষু,
তপন

নেতাজী সম্বন্ধে কবিতাটি পেয়েছ তো!

একটি কাজ করবে? সঙ্গের রেডিও ভাষণটি তুষারবাবুকে নিজে হাতে দিয়ে বলো না ২২শে জানুয়ারির পত্রিকায় ছাপতে—রবিবারের পত্রিকায়।

এটি সর্বত্র relayed হবে ২৩শে রাত ৯॥ টায়, শুনো।

দেবজ্যোতিবাবু অল্পক্ষণের জন্যে এসেছিলেন। আলাপ হ'ল। নম্র সুকুমার অল্পভাষী মানুষটিকে বড় ভালো লাগল। ইতি

আঃ দিলীপদা

পুঃ—এটির উত্তরে জানিও তুষারবাবু কী বললেন।

১৯

ওঁ

লক্ষ্মীপূর্ণিমা
১৩৬৯

Savoy Hotel
Mussourie
13.10.62

কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন হ'ল খবর পাইনি।

আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীষ নিও যুগলে।

ভূপালে খুব গান করে দিল্লিতে আরো বেশি গেয়ে এখানে এসেছি। থাকব ২৬শে পর্যন্ত।

একজন টাইপ করেছেন দিল্লির গানের বিবরণ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেকথা লেখা হয়নি।···

ইতি
আঃ দিলীপদা

On the Vijaya Dashami day evening October 9 Sri Dilipkumar Roy sang at the Ramkrishna Mission, Delhi in aid of Vivekananda Centenary celebrations. He sang at a stretch for two hours. The songs on Sri Ramkrishna and Swami Vivekananda were sung in chorus with Indira Devi and their American friends. Then Sri Dilipkumar Roy sang a Mira bhajan composed by Indira Devi after which he sang Dwijendralal's hymn to Ganga and ended with a song on Kali composed by the great sadhaka Kamalakanta. The audience heard in pindrop silence in an atmosphere of deep devotion.

On October 10 th Dilipkumar Roy and Indira Devi were invited to the Rashtrapati Bhavan with their friends. Over a cup of tea, Dr Radhakrishnan spoke about the spirit of India, quoting from the Bhagavat and Shankaracharya. Then in a beautiful hall decorated with Pradips, flowers and Krishna's marble image Dilipkumar Roy sang first Jaydev's pralayo payodhi jale (the refrain was sung in chorus). Then a Mira bhajan composed by Indira was sung in chorus. Lastly Dilipkumar Roy sang Indira Devi's bhajan Deepak jalna saari raat which made many people shed tears. The President was deeply moved and he said to Dilipkumar Roy: 'You forgot yourself in the last half hour. We felt uplifted. It was wonderful and very moving.

২০

ওঁ

২৪.১২.৬২

স্নেহাস্পদেষু,

আমি দেবজ্যোতিবাবুকে কয়েকদিন আগে লিখেছি এ সংখ্যাটি (১৫ ডিসেম্বর) প'ড়ে। সেই সঙ্গে ঐ দুটি গানের অনুবাদও পাঠিয়েছি। কিন্তু যেহেতু অনুবাদ দুটি একটু বদলিয়েছি, তোমাকে অনুরোধ করছি এই দুটি গানই তাঁকে দেবে final version ব'লে।

এদুটি তিনি ইচ্ছা করলে ২৩শে জানুয়ারির যুগবাণীতে ছাপতে পারেন। সুভাষ সম্বন্ধে আর আলাদা ক'রে কী গান লিখব? স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে তো লিখেছি।

সৈন্যদের জন্যে কন্সার্ট দিতে হবে জানুয়ারি মাসে তাই বড় ব্যস্ত আছি। চেষ্টা করছি অন্তত সাত আট হাজার টাকা তুলতে। বোধ হয় পারব। কারণ প্রায় ছ হাজার পেয়েছি ইতিমধ্যেই। ঠাকুরের কৃপা হ'লে হয়ত ১০ হাজারও উঠতে পারে, কে বলতে পারে তিনি কখন কী অঘটন ঘটান?

যাই হোক তুমি পত্রপাঠ এই গান দুটি নিয়ে দেবজ্যোতিবাবুর কাছে দাখিল করবে কেমন?

তুমি ও নমিতা আমাদের স্নেহাশীষ নিও। ইতি—

তোমাদের নিত্যশুভার্থী
দিলীপদা

২১

Harikrishna Mandir
Hari Krishna Mandir Road
Poona 5 (India)
২৫.২.৬৩

স্নেহাস্পদেষু,

দুটি cutting পাঠালাম।···

শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ মহাশয়কেও একটু বলবে···এর একটু দরকার আছে নানাকারণে।

আজ আর নয়। ইতি

নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

(Tranalated by the Editor. Sri Hiranand Karamchand from his report of the speech of Dr. C.P.Ramaswami Aiyar on February 5, 1963. The report was published in the sindhi daily, THE HINDUSTAN in Sindhi about the drama Begger Princess staged by Indira Devi & Dilip Kumar Roy in sid of National Defence Fund.)

Dr. C.P.Ramaswami said, "We have witnessed a remarkable and uplifiting function. Sri Dilip Kumar Roy is not only a great devotee, but an inspiring dramatist and poet and a unique ainger. He has inherited all these gifts from his great father, D.L.Roy who was a distinguished poet, dramatist, musician and a devotee. With his is associated Shrimati Indira Devi whose bhakti and fervour is almost unsurpassed today. What is even more remarkable about her in that we find in her personality a happy blending of practical ability with apiritual eminence···I had the privilege of writing the Foroword to Dilip Kumar's books, Begger Princess and Miracles Do Still Happen ; both the books are remarkable not only because of their spiritual measage but also because of a deep literary merit··· People sometimes ask what has a spiritual man to do with such a function as this in aid of the Defence Fund. But life is one. In times of crisis saints and sadhus in India hove played a notable part in the defence of their countries on, rathor, in defence of the values for which the country stands. Whenever there is a clash between righteousness an iniquity, between truth and falsehood saintly souls have ranged themselvcs against adharma (iniquity) aad injustice. - In fact, Indis's soul-values and common spiritual culture have been sustained by saintly souls like Mirabai, Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, Vivekanand and others. India's high tradition and cultural life have always stemmed from the ideals held aloft by such devosouls, apitual figures. May we cherish such a grcat heritage—this is my prayer."

February 23, 1963 Do Ni. MHP/76
Celonel S.N.Mukherji Military Hospital,
Officer Commanding Poona-1

Dear Shri Dilip Kumar Roy,

I am grateful to you for your generous gift of a Radio set (Murphy) on 22nd February, 1963 to this hospital for the benefits of the woonded jawans The gift has been highly appriciated by the patients. I thank you for this act of kindness. with kind regards (signed) S.N.Mukherji

February 23, 1963 Lt-Col.ANC
Do. No. 776/91Q D.N.Khot
Military Hospital Officer Commanding
Poona-7 Military Hospital

Dear Shri Dilip Kumar Roy,

I, my staff and the petients of this Hospital express our appreciation and offer sincere thanks to you and your disciples for the ma gnificent and valuable gift of the Murphy Radio given by you for the entertainment of the wounded jawans being trcated in this Hospital.

with my kindest regards,

২২

ওঁ

মার্চ ৬৩

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাকে পাঠিয়েছি 'গীতার ধর্মযুদ্ধ' প্রবন্ধ 'যুগবাণী'র জন্যে। ঐ সঙ্গে এই পাতাদুটি পাঠিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ছে না। দেখিও দেবজ্যোতি-বাবুকে। ওঁর নির্ভীক লেখা আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে। পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ছোট লেখা দিতে চেষ্টা করব। আমার লেখা সব বড় হয়ে যায় ঐ এক মহাবিপদ! তুমি ও নমিতা আমাদের স্নেহাশীষ নিও।

ইতি
নিত্যাশীর্বাদক
দিলীপদা

ওঁ

1.4.67

কল্যাণীয়েষু,

কলকাতার ধকলের পরে বৃদ্ধ দেহ ক্লান্ত এখনো—আরো মন্দিরে বহু অতিথি বলে বিশ্রাম পাইনা তেমন। তবু তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। একটি সনেট লিখে পাঠালাম—তুমি চেয়েছিলে ব'লে। আশা করি তোমাদের মনঃপূত হবে। তাড়াতাড়িতে লেখা, ক্লান্ত দেহে, নৈলে আরো একটু ভালো লিখতে পারতাম।

তোমরা আমার স্নেহাশিস নিও। ইতি—

তোমাদের নিত্যশীর্বাদক
দিলীপদা

দেবজ্যোতি বর্মণের তর্পণে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমাকে দেখেছি বন্ধু, কয়বার? দুই কিবা তিন।
তবুও তোমার সে-উৎসাহী মুখ জাগিছে স্মরণে—
যার সাথে ছিল মিশে বেদনা উৎকণ্ঠা গ্লানিহীন
দেশের মঙ্গলতরে—নিত্য ক্ষুদ্র স্বার্থবিসর্জনে

'যুগবাণী' ছিল তব শঙ্কাহীন সৃষ্টি। যারা বলে—
তুমি ছিলে কৃপান্বেষী, পায়নি তোমার পরিচয়।
তুমি ছিলে শ্রদ্ধাবান গুণগ্রাহী অন্তর অতলে,
যেথায় দেখেছ তুমি মহত্ত্ব—গেয়েছ 'জয় জয়'।

দেশের দুর্গতি তুমি গণিতে আত্মার অপমান।
তাই জ্বালাময় কণ্ঠে দিতে ক্রুর দুর্বৃত্তে ধিক্কার।
যেথায় চাতুরীচক্র দেখিত তোমার মহাপ্রাণ
সেথাই ভূলিয়া সাবধানিতা গাহিতে বারবার:
'লুব্ধতায় নাই মুক্তি, নাই শ্রেয়ঃ স্বার্থ-আরাধনে,
শুধু সত্যজ্যোতি হয় দেবজ্যোতি অভী মর্ত্যমনে'।

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা ১৬
১৫ চৈত্র, ১৩৭৩

[এই সনেট-কবিতাটি যুগবাণী ও শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিলো]

ওঁ

৬ই কার্তিক ১৩৭৪

২৬.১০.৬৭

কল্যাণীয়েষু,

তুমি ও তোমার স্ত্রী আমাদের ৺বিজয়ার আশীর্বাদ নেবে। তোমার পুত্রকন্যার অসুখের খবর পেয়ে দুঃখিত হলাম। আশা করি শীঘ্রই নিরাময় হবে।

মৈত্রেয়ী আমাকে লিখেছেন। তাঁরা হয়ত কাল পুণা আসবেন। এলে দেখা হবে।

অভেদানন্দ শতবার্ষিকী তো প্রকাশিত হয়েছে ও তাতে আমার একটি নিবন্ধও ওরা ছেপেছে।

ইতি—

তোমার নিত্যশুভার্থী

দিলীপদা

[মৈত্রেয়ী 'যুগবাণী' সম্পাদক অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণের কন্যা।]

দিলীপকুমার রায়ের অন্য একটি পত্র

['যুগবাণী' পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মণকে লেখা]

পুণা

২৫.২.৬৩

শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ

প্রীতিশ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমাদের শুভেচ্ছা ও প্রীতি গ্রহণ করবেন। 'যুগবাণী' থেকে অনেক কিছুই শিখি। আপনার স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার জন্য দেশবাসী আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। ইতি—

গুণমুগ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দিলীপকুমার রায় প্রণীত

আমার বন্ধু সুভাষ	৫০.০০
তীর্থংকর	৭৫.০০
দ্বিজেন্দ্র গীতি	৩২.০০
যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ	৪০.০০
অশ্রু হাসি ইন্দ্রধনু	৩২.০০
গান প্রেম দেশ ভগবান	৩০.০০
পতিতা ও পতিতপাবন	২৫.০০
প্রতিদিনের প্রার্থনা	১২.০০
স্মৃতিজোয়ারে দুকূল ছেয়ে	৩০.০০
সুরাঞ্জলি	৪০.০০

* দিলীপকুমার রায়ের ভজন গানের ক্যাসেট ৩টি একত্রে (৩৬টি গান) ১১০.০০ টাকা।

* দিলীপকুমার ও ৺উমা বসুর দ্বৈতকণ্ঠে ক্যাসেট।

রুণু বসু সম্পাদিত

সুধাকণ্ঠী উমা বসু ৩৫.০০

[দিলীপকুমার রায়ের বিশেষ স্নেহধন্যা সঙ্গীত-শিষ্যা কিন্নরীকণ্ঠী গায়িকা স্বর্গতা উমা-র জীবনালেখ্য]

প্রকাশের পথে শ্রীমৎ অনির্বাণ মহারাজের পত্রাবলী : তপন বসুকে লিখিত

পরিবেশক

দি জেনারেল বুকস্

এ ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৭

Rs. 12·00